কানাডা ডে উপলক্ষে টরন্টোয় বাংলা মেলা

মোহাম্মদ আলী বোখারী, টরন্টো থেকে

প্রবাসে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের সংখ্যা এখন প্রায় দেড় কোটি। এদের এক লক্ষ বসবাস করে কানাডায়। তার কিছু সংখ্যক একাত্তর পূর্ববর্তী সময় থেকেই এখানে বসবাস করছেন। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে যাদের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। একাত্তর থেকেই কানাডার সাথে আমাদের গড়ে ওঠেছে অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক। উপরন্তু কানাডা হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে অন্যতম বন্ধু প্রতীম সহযোগি দেশ।

এই কানাডায় বাংলাদেশীরা কিভাবে নিজেদের সংস্কৃতিকে ধারণ ও লালনের মাধ্যমে নতুন দেশটির প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা ও মমত্ব গড়েছেন, তারই নিদর্শন মিলেছে গত পহেলা জুলাই। দিনটি ছিল কানাডা ডে; কানাডার ১৪০ তম জন্মবর্ষিকী। দিবসটি উপলক্ষে আবহমান ঐতিহ্যের মেলার আদলে বাংলা মেলা বসে ছিল দেশটির অন্যতম শহর - টরন্টোয়। এতে নাগরদোলায় চড়া কিংবা বাশের বাঁশি অথবা খৈ, মন্ডা, কদম-বাতাসা না মিললেও রিজেন্ট পার্কের ঐ মেলায় আনন্দের খোরাক যোগাবার জন্য জার্মান বংশোদ্ভুত এক যুবকের দেশীয় রিক্সা চালনা, ছোটদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আর চানাচুর-মুড়ি থেকে শুরু করে হরেক রকমের দেশীয় খাবার, হস্ত ও পোষাক সামগ্রী, বই আর অন্যান্য পশরার চিত্তাকর্ষক ষ্টল ছিল। বাড়তি আকর্ষণ হিসেবে দেশ থেকে আসা লোকগীতির সম্রাজ্ঞী মমতাজ এবং স্থানীয় শিল্পীদের সংগীত পরিবেশনায় আনন্দ মুখরিত হয়েছে প্রায় দশ হাজার মানুষ। স্বয়ং অন্টারিও প্রদেশের প্রিমিয়ার ডাল্টন মেগেন্টি, ডেপুটি প্রিমিয়ার জর্জ স্মীথারম্যান, বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সৈয়দ মাসুদ মাহমুদ খোন্দকার, কানাডার প্রাক্তন মন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় সাংসদ মারিয়া মিন্না, প্রদেশের ডেপুটি হুইপ লরেঞ্জো বেরারডেনেতি সহ কমিউনিটির অন্যান্য নেতৃবর্গ এতে যোগ দেন। যেন মেলাটিতে আপন সংস্কৃতির ফল্গুধারায় সকাল এগারোটা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত স্নাত হয়েছেন প্রবাসের আনন্দ উম্মুখ বাংলাদেশীরা! যেন তাতে বাংলাদেশের মুখচ্ছবিটি হয়েছে কানাডার প্রতিচ্ছবি! এছাড়া মেলায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মৃতিসৌধ বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষ থেকে টরন্টোয় নির্মিতব্য ভাষাসৌধের ডিজাইন প্রদর্শনীটিও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যার আর্কিটেক্ট বুয়েটেরই নাজমুল জায়গীরদার।

মেলা চলাকালীন এ প্রতিবেদককে দেয়া একান্ত সাক্ষাতকারে প্রিমিয়ার ডাল্টন মেগেন্টি বাংলাদেশীদের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, মেলার এ আয়োজনটি অবশ্যই কানাডার বহুজাতিকতারই প্রতিফলন এবং তা যেন এখন থেকে প্রতি বছরই করা হয়। অপরদিকে প্রিমিয়ার বাংলাদেশীদের উদ্যোগে টরন্টোয় ভাষাসৌধ নির্মাণ প্রসঙ্গে বলেন, এটা নিঃসন্দেহে আমাদের বৈচিত্রপূর্ণ সমাজের মানোন্নয়ন ঘটাবে। এছাড়া তিনি বাংলাদেশীদের কাছের মানুষ হিসেবে পরিচিত ডেপুটি প্রিমিয়ার জর্জ স্মীথারম্যান সম্পর্কে অভিমত রাখতে গিয়ে কৌতুক করে বলেন, জর্জের ক্ষেত্রে সমস্যাটি হচ্ছে, জর্জের মতো দ্বিতীয়জনটি আর হয় না।

এ বছর কানাডা ডে উপলক্ষে টরন্টোর রিজেন্ট পার্কে বাংলাদেশীদের আয়োজিত বাংলা মেলার ভবিষৎ নিয়ে আয়োজকরা এখন যতখানি না ভাবছেন, তার চেয়ে ঢের বেশী প্রত্যাশা ও উদ্দীপণা দেখিয়েছে নব-প্রজন্মের কিশোর-কিশোরীরা - আগামীতে আমরা সেই মিলন মেলারই অপেক্ষায় থাকছি। আবারও তা যেন হয় মোহন আনন্দে মুখরিত এক মহাৎসব।